দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১৭

খন্দকার জাহিদ হাসান

(হ) 'কাক-জোছনার নেপথ্যে'

[বিংশ শতাব্দীর কোনো এক পূর্ণিমার রাতের প্রথমভাগে বাংলাদেশের এক মফঃস্বল শহরের কোনো এক বাড়ীর ছাদে নব-বিবাহিত এক দম্পতি তাঁদের প্রেমালাপ শুরু করলেন। কিন্তু প্রেমালাপটি তেমন জমছিলো না। কারণ সেই স্বামীটির ছিলো 'কবি-কবি' ভাব। অপরদিকে তাঁর স্ত্রীটি ছিলেন অ-কবিদের শিরোমণি। নীচের কথোপকথন থেকেই ব্যাপারটি উপলব্ধি করা যাবে।]

স্বামীঃ এমন পাগল-করা-জোছনার সাগরে হাবুডুবু খেতে আমার বড্ডো ইচ্ছে করছে! দেখেছো প্রিয়ে, আজকের জোছনাটি কতো মনোহর!?

স্ত্রীঃ দেখেছি গো, দেখেছি। আজ পূর্ণিমার রাত কিনা। তাই চারিদিকে এত ফক্‌ফকে আলো।.....ইয়ে, খাবে চলো। আমার কিন্তু বড্ডো খিদে পেয়েছে।

স্বামীঃ খাওয়া-দাওয়ার কথা আপাততঃ থাক প্রেয়সী। এসো আজ রাতে দু'জনে জোছনা উপভোগ করি।

স্ত্রীঃ জোছনা উপভোগ করলে কি আর পেট ভরবে গো? তার চেয়ে বরং চলো লুডু খেলা যাক।

স্বামীঃ আহ্! কি যাতনা!! এমন চমৎকার জোছনা রাতে তোমার মাথায় লুডু খেলার কথা আসে কি ভাবে?

স্ত্রীঃ কিছু একটা তো করতে হবে আমাদের, তাই না? এভাবে 'জোছনা দেখি-জোছনা দেখি' ক'রে কি সময় কাটানো যায় নাকি? জোছনার মধ্যে কোন্ ছাইভস্মটা রয়েছে যে, তাই চেয়ে চেয়ে দেখবো?

[ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জনের মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল।]

স্বামীঃ ঐ যে দেখেছো? এমন সুন্দর জোছনাতে পাখীরাও বেড়াতে বের হোয়েছে!? আর শুধু তুমিই কোনো রস খুঁজে পাচ্ছো না!

স্ত্রীঃ ও-গুলো পাখী নয় জনাব, স্রেফ কাক। শুনতে পাচ্ছো না কেমন বিচ্ছিরিভাবে 'কা-কা' শব্দ করছে তারা?

স্বামীঃ তাতে কি হোয়েছে? ভুল তো আর বলিনি আমি! কাকেরা কি আর পাখী নয়? আর ওদের আওয়াজটাই বা বিচ্ছিরি হবে কেন? একটু অন্য ধরণের মন নিয়ে ভালো ক'রে শোনো, দেখবে ওদের 'কা-কা' ডাকটা মোটেও মন্দ লাগছে না।

স্ত্রীঃ একোন্ পাগলের পাল্লায় পড়লাম রে বাবা! কাকের ডাকও আবার 'অন্য ধরণের মন' নিয়ে শুনতে হবে নাকি?

স্বামীঃ শুনতে অসুবিধাটা কোথায়? আর এই প্রসংগে আরেকটা কথাও ভেবে দ্যাখো যে, এত সুন্দর জোছনায় কাকেরা নৈশ-ভ্রমণে বের হয় বলেই না কবি-সাহিত্যিকরা এর নাম দিয়েছেন 'কাক-জোছনা'!

[পতি-দেবতাটি সে রাতে যখন কাকদের পক্ষে এভাবে ওকালতি করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সেই কৃষ্ণপক্ষীদের মধ্যে নিম্নোক্ত আলাপ চলছিলো।]

মোড়ল কাকঃ আমি আগেই কইছিলাম, আমাগো আরো সকাল সকাল বাইর হওনডা উচিৎ ছিলো। তুমাগো আইল্সামির লাইগ্যা এক্কেরে লেইট হয়া গ্যালো! এতক্ষুণ অন্য কুনো পার্টি অল্রেডি দান মাইরা গেছে কিনা কে জানে!

মোড়লনী কাকঃ আমার মুনে হয় না আমাগো লেইট্ হইছে। দেখতাছো না, ঐ ছেম্রা-ছেম্রি দুইডা অহনও ঘুমাইতে যায় নাই?

মোড়ল কাকঃ ধূইর, মাইন্ষের কতা বাদ দ্যাও। অগো অল্পদিন হইলো বিয়া হইসে। জুয়ান বয়স, অনেক রাইত পর্যন্ত জাইগা থাকে। আমাগো আসলেই লেইট্ হইয়া গ্যাছে।

মোড়লনী কাকঃ অতো ভকর-ভকর না কইরা চোখ-কান খুলা রাখো তো! সব রাইতে তো আর আমরা চক্ষে ভালা দেখি না। মাসের এই একটা মাত্তর রাইতেই এমুন ফক্ফইকা জুশ্নার আলো ফুটে। তার উপর, গেল দুই পূর্ণিমার রাইত ম্যাঘের কারণে মাইর গ্যাছে। আইজ হের উশুল তুলতে হইবো না?

শালা কাকঃ বুবুজান, আপ্নে ঠিক-ই কইছেন। শুনেন, আমার মুনে হয় আমরা হেই ঝোপডার কাছে পৌঁছাইয়া গেছি, যার মইধ্যে পাখ-পাখালীরা লুকায়া থাকে।.... ইয়া, দুলাভাইরে অহনি ব্রেক্ মারতে কন্।

মোড়ল কাকঃ ঐ শালার পো শালা,আমারে আর কইতে হইবো না, আমি অল্রেডি ব্রেক্ মারছি। হেইবার হগ্গলে মিল্যা ডাইভ্ দেওন লাগ্বো। তুরা সবাই রেডি হ'।

পোলা কাকঃ বাপজান, আমি রেডি। (খুশীতে আটখানা হোয়ে) ইশ্-শ্-, কতোদিন হইলো আমি টুন্টুনি পইখের গুশ্তো খাই নাই! টুন্টুনির বুকের গুশ্তো খাইতে আমার খুব মজা লাগে। এমুন মজা লাগে না যে, কি আর কমু.....

শালা কাকঃ কি যে তুমি কও না ভাইগ্না! টুন্টুনির শরীলে আবার গুশ্তো আছে নাহি? গুশ্তো খাইবা তো বুলবুলির গুশ্তো খাও, জানডা এক্কেরে ভইরা যাইবো!

মোড়ল কাকঃ (ধমকের সুরে) এ্যায় তুরা থামবি? এঃ, বুলবুলির গুশ্তো খাইবো! সখ কতো! দ্যাখ্, হেরা আর ঝোপের মইধ্যে আছে, না এতক্ষুণ হগ্গলে ভাইগ্যা গ্যাছে! কে জানে!! কইলাম না, আমরা লেইট্ কইরা ফালাইছি?

মোড়লনী কাকঃ তুমার খালি অলক্ষুইণা কতা!.....

[মোড়লনী কাক তার স্বামীর উদ্দেশ্যে আরও কি যেন বলছিলো। কিন্তু ততোক্ষণে কাক পরিবারের সবাই একসাথে ডাইভ্ দিলো।.....

হ্যাঁ, পূর্ণ চন্দ্রালোকিত রজনীতে কাকদের নৈশবিহারের গোপন রহস্য হলো এটিই। জোছনা উপভোগ করা নয়, বরং ঝোপঝাড়ে আশ্রয় গ্রহণপকারী অসহায় ও নিরীহ ছোটো ছোটো পাখীদের উপর আক্রমণ করাই কাকদের মূল উদ্দেশ্য। কারণ পূর্ণিমার আলোতে কাককূল সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পায়, যদিও ছোটো পাখীরা ও রকম আলোতেও থাকে আধকানা। আমাদের নব-বিবাহিত দম্পতির সে কথা সম্ভবতঃ জানা ছিলো না, থাকলে তাঁদের উপরোক্ত কথোপকথনটি হয়তো কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরণের হতো।]

(তথ্যভিত্তিক কল্পিত আলাপন)

(ড়) 'আমি কখনও ফুরাই না'

কিন্নরীঃ হে কবি, ধরাপৃষ্ঠের সাম্প্রতিক দিনগুলোতে তুমি আর কবিতা লিখতে না কেন?

কবিঃ দুঃখিত। আমার ঠিক মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ে যে, ফেলে-আসা তথাকথিত বিদগ্ধ পাঠক-সমাজ 'কবিতা' নামের রংগীন ফলটির আবরণ ভেদ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর ভুলবশতঃ এর খোসাকে শাঁস এবং অদৃশ্য বীজকে কীট হিসাবে বিবেচনা ক'রে যাচ্ছিলো। সম্ভবতঃ এ কারণেই আমি কবিতা লিখা বন্ধ করতে বাধ্য হোয়েছিলাম।

কিন্নরীঃ হে লেখক, আপনার পরবর্তীকালের সাহিত্যে অত্যন্ত সস্তা ও রদ্দিমার্কা প্রেম-কাহিনীর দুঃখজনক অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো কেন?

লেখকঃ যেহেতু তথাকথিত 'উন্নতমানের সাহিত্য' পাবলিক ভক্ষণ করছিলো না, সেইহেতু আমি রদ্দিমার্কার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম।

কিন্নরীঃ হে শিল্পী, তোমার জীবনের শেষ দিনগুলোতে তুমি সংগীত পরিত্যাগ করেছিলে কেন?

শিল্পীঃ একথা মোটেও ঠিক নয় যে, আমি সংগীতকে পরিত্যাগ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে মর্ত্যলোকের গানের প্রতি মানুষ ক্রমাগতভাবে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছিলো। অপরদিকে তথাকথিত অমরাবতীর সুরের নেশাতে শ্রোর্তৃবর্গ ক্রমশঃই অধিক হারে আসক্ত হোয়ে পড়ছিলো। শেষ পর্যন্ত তারঃস্বরের অত্যাচারে আমার শ্রবণশক্তি লুপ্ত হলো। ফলতঃ সংগীত-ই আমাকে পরিত্যাগ করলো।

কিন্নরীঃ হে প্রিয়, তোমার প্রিয়বচন কি কারণে ক্রমান্বয়ে কর্পূরের মত উবে গিয়েছিলো?

প্রিয়ঃ যে কারণে আমার প্রিয়ার প্রিয়বচনও ক্রমান্বয়ে উবে গিয়েছিলো।

কিন্নরীঃ হে দর্শক, কবে থেকে আপনি ঢাকার প্রেক্ষাগৃহ বর্জন করেছিলেন?

দর্শকঃ যবে থেকে অশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণকারী খলনায়করা নায়কের অভিনয় করতে শুরু করেছিলেন।

কিন্নরীঃ হে রাজন, সত্যিই কি আপনি প্রিয়ার গালের একটি তিলের বিনিময়ে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন?

রাজনঃ (মুচ্‌কি হেসে) না। আসলে প্রাসাদ-জীবনের প্রতি আমার অতিমাত্রায় বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিলো। প্রাসাদ ছিলো আমার জন্য একটি ভুল স্থান। অপরদিকে বন আমায় প্রতিনিয়ত হাতছানি দিয়ে ডাকছিলো। তাই বনবাসের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় আমি প্রাসাদ ত্যাগ করি।

কিন্নরীঃ হে খনা, কবে থেকে আপনি আপনার বচনে পরিণত হলেন?

খনাঃ যতোদিন মানুষ আমার বাচনিক উপদেশগুলো মেনে চলছিলো, ততোদিন আমি তাদের কাছে খনাই ছিলাম। কিন্তু যেদিন থেকে তারা সেগুলো পালনে ব্যর্থ হতে আরম্ভ করলো, সেদিন হতেই আমি তাদের কাছে 'খনার বচনে' পরিণত হলাম।

কিন্নরীঃ হে নটেগাছ, ইদানীং তুমি আর মুড়াও না কেন?

নটেগাছঃকারণ আপনার কথাটি ফুরায় না।

কিন্নরীঃ হে আমার কথা, তুমি ফুরাও না কেন?

কথাঃ আমি কখনও ফুরাইনি, কখনও ফুরাই না, কখনও ফুরাবো না.....

(পোড়-খাওয়া জীবনের ব্যংগচিত্র)

লেখকের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন